অধ্যাদেশ নং....২০২৬

বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সনের আইনের ৬, ১০, ২৮ ও ২৯ নং ধারা) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-- (১) এই অধ্যাদেশ ' বাংলাদেশ গ্যাস অধ্যাদেশ, ২০২৬' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১০ সনের ৬ নং ধারা এর (১) সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৬ এর (১) এর গ্রাহক শ্রেণি অংশ নিম্নবর্ণিতভাবে সন্নিবেশিত হইবে, যথা:- **বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর অধ্যায়-৩ (গ্যাস বিতরণ) এর ধারা-৬ এর উপধারা (১) "(ঘ) মৌসুমি" বিয়োজনপূর্বক গ্রাহক শ্রেণির সংখ্যা ০৮ (আট) টি নির্ধারণ করা যেতে পারে**;

৩। বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর অধ্যায়-৬ (অপরাধ ও দন্ড, ইত্যাদি) এর ধারা ১০ উপধারা ১ এর **(গ) সরবরাহ লাইন হইতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করা;** এর স্থলে নিম্নবর্ণিত নূতন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:**"সরবরাহ লাইন হইতে নিজে বা ঠিকাদার বা অন্য কাহারও সহায়তায় বা প্ররোচনায় গ্যাস ব্যবহার করা; এইরুপ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের স্থান (জমি/ভবন/ফ্ল্যাট)-এর স্বত্বাধিকারী ও সংশ্লিষ্ট গ্যাস কোম্পানির কর্মচারী, ঠিকাদার বা অন্য কেহ জড়িত থাকিলে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে;"**

৪। বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর অধ্যায়-৬ (অপরাধ ও দন্ড, ইত্যাদি) এর ধারা ১০ উপধারা ১ -এ (গ) তে বর্ণিত অপরাধসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধীদের দন্ডের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে উপধারা ২-এ বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের স্থলে নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

ক) কোন গৃহস্থালী গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদন্ডে বা অনধিক **২০ (বিশ)** হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৩ (তিন) মাস এবং অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ডে এবং অনধিক **৪০ (চল্লিশ)** হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন**; এছাড়া** অপরাধ সংঘটনের স্থান (জমি/ভবন/ফ্ল্যাট)-এর স্বত্বাধিকারী দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অনধিক **২০ (বিশ)** হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন**;**

(খ) কোন বাণিজ্যিক গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ডে বা অনধিক **৪০ (চল্লিশ)** হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে এবং অনধিক **৮০ (আশি)** হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন**; এছাড়া** অপরাধ সংঘটনের স্থান (জমি/ভবন/ফ্ল্যাট)-এর স্বত্বাধিকারী দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ডে বা অনধিক **২০ (বিশ)** হাজার টাকা এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অনধিক **৪০ (চল্লিশ)** হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন**;**

(গ) কোন শিল্প,ক্যাপটিভ পাওয়ার বা সিএনজি স্টেশন বা চা বাগান শ্রেণীভুক্ত গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক **২ (দুই)** লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ডে এবং অনধিক **৪ (চার)** লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন**; এছাড়া** অপরাধ সংঘটনের স্থান (জমি/ভবন/ফ্ল্যাট)-এর স্বত্বাধিকারী দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক ১(এক) লক্ষ টাকা এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অনধিক **২ (দুই)** লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন**;**

এবং

(ঘ) কোন বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণীভুক্ত গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে**,** তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক **৪ (চার)** লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক **১০ (দশ)** লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

এছাড়া ধারা ১০ উপধারা ২-এ (ঘ) এর পর নিম্নবর্ণিত নূতন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

“(ঙ) কোনো ঠিকাদারের অপরাধ প্রমাণিত হলে তাঁকে কালো তালিকাভুক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তার/তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে”।

৫। ২০১০ সনের ১০ নং ধারা এর (চ) সংশোধন। উক্ত আইনের অধ্যায়-৬ (অপরাধ ও দন্ড, ইত্যাদি) এর ধারা ১০ **“(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত, বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন, গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করা;”** এর স্থলে নিম্নবর্ণিত নূতন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:
“(চ) নন মিটারড গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত চুলা ব্যবহার ও মিটারড গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদিত ঘন্টাপ্রতি লোড অতিক্রম করে গ্যাস ব্যাবহার করা;” ।

৬। ২০১০ সনের ২৮ নং ধারা সংশোধন। উক্ত আইনের এর অধ্যায়-৭ (বিবিধ) এর ধারা ২৮। **“এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার,কমিশনের সহিত আলোচনাক্রমে,সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে”** এর স্থলে নিম্নবর্ণিত নূতন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

“এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে”।

৭। ২০১০ সনের ২৯ নং ধারা সংশোধন। উক্ত আইনের এর অধ্যায়-৭ (বিবিধ) এর ধারা ২৯।(১) **“এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে কমিশন,সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে,সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে”** এর স্থলে নিম্নবর্ণিত নূতন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

“**এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে”**।